R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন ঃ ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২রা শ্রাবণ বুধবার, ১৪০২ সাল। ১৯শে জুলাই, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

সরকারী নির্দ্দেশ উপেক্ষা করে পঞ্চায়েতগুলো গ্রাম সংসদের মিটিং ডাকেনি

জঙ্গিপুর ঃ পঞ্চায়েত আইন সংযোজনের ফলে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদগুলিতে মিটিং ডাকবে বলে ঠিক হয়েছিল। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এপ্রিল-মে মাসে দৈনিক ও জেলার ছোট কাগজে বিজ্ঞাপন মারফৎ জ-সাধারণকে তা জানিয়েও দেয়। পঞ্চায়েত দপ্তর থেকেও নির্দেশ আসে। কিন্তু বাস্তবে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতই মে মাসের মধ্যে গ্রাম সংসদের মিটিং ডাকেনি। বুথ ভিত্তিক গ্রাম সংসদের মিটিং এ প্রত্যেক ভোটদাতাকে ডাকতে হবে। মে মাসের মধ্যেই প্রত্যেক প্রধান ও নির্বাচিত সদস্যকে গ্রাম সংসদের বৈঠক বাধ্যতামূলকভাবে ডাকতে হবে। বৈঠকে সরকারী প্রতিনিধিও খাতা কলম নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রধানকে পেশ করতে হবে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা জনগণ সংশোধন (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাধ্যমিকে সুব্রত দাস মহকুমায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেলো

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমায় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সুব্রত দাস সর্বোচ্চ ৮০২ নম্বর পেয়েছে বলে জানা যায়। শ্রীমান বাংলা, ইংরাজী ছাড়া বাকী অন্য সবকটিতে লেটার পেয়েছে। জঙ্গিপুর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র সুব্রত। রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের ফলাফল ১৩টি ষ্টারসহ ৩২ জন প্রথম বিভাগ, ৬৩ জন দ্বিতীয় বিভাগ ও ২২ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ। কম্পার্টমেণ্টাল ১৪ ও ফেল ৩ জন। শহরের অপর স্কুল জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ফল একজন ষ্টারসহ ১ম বিভাগে ১০ জন, ২য় বিভাগে ৩২, ৩য় বিভাগে ৩০, কম্পার্টমেণ্টাল ১১ ও অকৃতকার্য্য ৫। সর্বোচ্চ নম্বর ৭২৯ পায় দিবাদী চক্রবর্তী। রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ফল ৯ জন ষ্টারসহ ১ম বিভাগে ২৬, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭, তৃতীয় বিভাগে ১০, কম্পার্টমেণ্টাল ১২, অকৃতকার্য্য ১২। সর্বোচ্চ নম্বর ৭৪৭ পাপিয়া নন্দী। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১০নং মোড়গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

এই ব্লকের ১০নং মোড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবদুস সালামের বিরুদ্ধে বাম সদস্যরা ও গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নানা দুর্নীতির অভিযোগে সোচ্চার। উল্লেখ্য প্রধান সিপিএমের টিকিটে জয়ী হয়ে পরে কংগ্রেস ও কিছু স্বার্থপর সদস্যের সমর্থনে প্রধান হ'য়ে নিজের খুশিমত কাজ করে চলেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি প্রকৃত পক্ষে কোন উন্নয়নমূলক কাজ না করেও কাজ করা দেখিয়ে মাষ্টার রোলে ১,১১,৮৭৪·২৫ টাকা ধার দেখিয়ে হিসাব রেখেছেন। পরবর্তীতে টাকা মঞ্জুরী এলে এই ভুয়া খরচ এ্যাডজাষ্ট করে দেওয়া যাবে। অভিযোগ এই টাকা প্রধান ও তাঁর সমর্থক কংগ্রেসী সদস্যরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবেন। গত ৬ জুলাই বাম সদস্যরা সাগরদীঘির বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে এই অভিযোগের তদন্ত চাইলে বিডিও তদন্তের আশ্বাস দেন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাম সদস্যরা ও গ্রামের জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে র'য়েছেন।

ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে উত্তেজনা

সাগরদীঘি ঃ গত ১১ জুলাই এই ব্লকের বালিয়া স্কুলের ছুটির পর বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ চারজন ছাত্রী রামনগরে তাদের বাড়ী ফিরছিল। পথে কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাধালপাড়ার এক তরুণ ৮ম শ্রেণীর এক বালিকাকে ধরে ধানের জমিতে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। অন্যান্য ছাত্রীদের চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে তরুণটি পালিয়ে যায়। (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ছয় দফা দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক, কর্মচারী ও প্যাকারস্‌রা তাঁদের দুটি সংগঠনের যৌথ ডাকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামছেন বলে জানালেন ধুলিয়ানের আর এস পি নেতা নন্দলাল সরকার। তিনি জানান গত জানুয়ারী ১৯৯৪ এ এক বছরের জন্য হাজার প্রতি ২১ টাকা মজুরী নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু এ বছর জুলাই শেষ হতে চললেও নূতন চুক্তি হলো না। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এম আর ডিলার শাহানশা অভিযোগ পেয়েও কর্তারা চুপচাপ

সাগরদীঘি ঃ এই থানার ৮নং বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নওপাড়া গ্রামের এম আর ডিলার জয়ন্ত ব্যানার্জী নিজের খেলায় মত যা খুশি করছেন বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানান। তিনি কাউকে মেমো দেন না। চিনি ও কেরোসিনের দাম বেশী আদায় করেন। প্রতিবাদ করলে হাত থেকে রেশনের জিনিস কেড়ে নেন। কার্ড জমা দিলে হারিয়ে গিয়েছে বলে হয়রাণ করেন। (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা শ্রাবণ বুধবার, ১৪০২ সাল

॥ ভর্তির সমস্যা ॥

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত সপ্তাহে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসরের পরীক্ষায় পাশের হার গত বৎসরের তুলনায় বেশি হইয়াছে। প্রায় ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী পাশ করিয়াছে। যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের সাফল্যের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তাও জাগিয়াছে। এই দুশ্চিন্তা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে। প্রথম বিভাগে যাহারা পাশ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪৮ হাজার; দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে লক্ষাধিক এবং তৃতীয় বিভাগে পাশের সংখ্যা ৫৬ হাজারের বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক পড়ান হয় এমন কলেজগুলি এতগুলি উত্তীর্ণ ছাত্রদের স্থান দিতে পারিবে কিনা, সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে। অবশ্য এই বৎসর আরও ১৮টি বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকের অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও কিছু ভাবনার অবকাশ কাছে। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে পাশ করা ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সমস্যা প্রবল। তবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরাও কম দুশ্চিন্তার মধ্যে নাই।

কারণ যাহারা ভাল ফল করিয়াছে, তাহাদের নাম করা বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হইবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে এবং তাহা অসমীচীনও নহে। কিন্তু নামীদামী বিদ্যালয়গুলি ভর্তির যে মান স্থির করিয়াছে, দুশ্চিন্তা সেইখানে। পাশের হার বাড়িয়া যাওয়ায় নামী বিদ্যালয়গুলি ভর্তির ব্যাপারে ৭৫%—৮০% নম্বর না থাকিলে ছাত্র ভর্তি না করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। সুতরাং এই নিরীখে নামী বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র সকলেই ভর্তি হইতে পারিবে না বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর আরও একটি বাধার কথা শুনা যায়। কোন কোন নামী বিদ্যালয় নাকি পশ্চাৎদ্বারে অস্বাভাবিক অঙ্কের টাকা ভর্তির জন্য দাবী করে। লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা হয়ত সে চাহিদা পূরণ করিতে পারেন। কিন্তু অন্যেরা?

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের কথা। ইহারাই সংখ্যায় বেশি ও ইহাদের চিন্তাভাবনা আরও বেশি। সাধারণ বিদ্যালয়সমূহ ইহাদের সকলের স্থান সংকুলান করিতে পারিবে কিনা, সন্দেহ আছে। সুতরাং তাহারা কোথায় যাইবে? অগত্যা বিদ্যালয়গুলিকে তাহাদের স্থান সংকুলান-সামর্থ্যের বাহিরে স্থানীয় চাপের প্রভাবে পড়িয়া ভর্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর তাহার ফলে পাঠন-পঠনের অনুকূল পরিবেশ কতটা বজায় থাকিবে, তাহাও চিন্তার বিষয়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

মনিগ্রামের বিদ্যালয় সম্পাদক এবার কি বলবেন?

মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকায় গত বছর মনিগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুলের একটি পিয়ন নিয়োগ নিয়ে টাকার খেলা হয়েছে একথা বলায় ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক উত্তম ঘোষ আপনাদের দপ্তরে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠান এবং ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে সেটি ছাপানো হয়। কিন্তু এখন জানা গেল এ ধোয়া তুলসী পাতা উত্তমবাবু ও একই বিদ্যালয়ের ছাপোষা কেরাণী গৌরীশঙ্কর দাস নিজেদের নামে প্রায় ৯০ হাজার টাকা মনিগ্রামেই গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কে আগষ্ট মাসের দিকে রেখেছেন যার এ্যাকাউন্ট নম্বর ২৪২৩। একথাও শোনা গেল উভয়ে প্রস্তাবিত থার্মাল পাওয়ারে প্রথমেই কিছু কনট্রাক্টরের অধীনে ১০ বছরের চাকরী দেবার নামে বিভিন্ন গ্রামের বেকার যুবকদের কাছে নাকি ঐ টাকা আদায় করেছেন। অন্য কেউ কেউ বলছেন যে পিয়নকে নেওয়া হয়েছে সেই গোপনে তাদেরকে ঐ অর্থ নাকি দিয়েছিল ডি আই অফিসসহ নানাজনকে উপহার কিনে দেবার জন্য, এখন সবই হাপিস করার চেষ্টা।

স্কুল কর্তৃপক্ষ, কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায়ের কথা পুরো মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

মাননীয় জেলাশাসক একটা ভিজিলেন্স স্কীম পাঠিয়ে দেখুন ঐ দুই কংগ্রেস নেতা এন, টি, পি, সির নামে কামাতে শুরু করেছেন কিনা। তাঁরা ঐ বিশাল অঙ্কের অর্থ কোথায় পেলেন! একজন তো বেকার, অন্যজন সামান্য মাইনের কেরাণী—যার ভালো করে সংসার চলে না। এ রহস্য জনস্বার্থে আলোয় আসা উচিত।

জনৈক গ্রামবাসী
মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

রাস্তার ধারে জমা করে বালি পাথর বিক্রি অপরাধ— নয়া পুরবোর্ডের ফতোয়া

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সম্প্রতি জঙ্গিপুর পুরসভার নয়া পুরবোর্ড শহরে ঢোল সহরতে ঘোষণা করলেন—পুর রাস্তার পাশে বালি পাথর প্রভৃতি জমা করে অনেকে ব্যবসা করছেন। তাঁদের পুর বোর্ড জানাচ্ছেন ঐ ব্যবসা আইন-সঙ্গত নয় তা বন্ধ করতে হবে। যদি কেউ এই নির্দেশ অমান্য করেন তবে পুরসভা তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। খুব সুন্দর ফতোয়া। কিন্তু ওই ফতোয়াজারীর পূর্বে পুরসভা একটা কথা চিন্তা করেননি। খোলা জায়গায় বালি বা পাথর না রেখে যদি খাস ওই জায়গাটি ঘিরে নিয়ে ঘর অর্থাৎ মাথায় একটা ছাদ দিয়ে ব্যবসা করা যায় তা হলে পুরসভা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন কি? বোধ হয় না। কেননা তাহলে ফুলতলা, হাসপাতালের পশ্চিম ধার, ম্যাকেঞ্জিপার্ক হয়ে ফাঁসিতলা, এস, ডি, ও, অফিসের মোড়, জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতিতে খাস জমি বেদখল করে যে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের উপর আগে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে না কি? অতএব পুরসভা এই ভূয়া গর্জন না করলেই ভাল করতেন। সমস্ত দিক চিন্তা করে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে একটা সুস্থ পরিকল্পনা নতুন পুরসভা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তাতে সব দিক বজায় রেখে পুরসভার বেশ কিছু অর্থ উপার্জন হতে পারে। পরিকল্পনার প্রথমেই রাস্তার ক্ষতি না করে দু'পাশে যে সমস্ত পাকা বা কাঁচা কাঠামোযুক্ত ব্যবসায়ীক ঘর গড়ে উঠেছে, নোটিশ দিয়ে সেগুলি পুরসভাকে দখল করতে হবে। পরে ঘরের মালিকদের সেই সব ঘরের দখল দিতে হবে এই সর্ত্তে যে তাঁরা ওই ঘর তৈরীর যে খরচ হয়েছে তা পুরসভাকে জানাবেন। পুরসভা হিসাব করে দেখবেন তা সঠিক কিনা। হিসাবে যা নির্দ্ধারিত হবে সেটাকে রয়্যালটি ধার্য্য করা হবে সেই মালিকের নামে। ঐ ঘরটির মাসিক একটি ভাড়া নির্দ্ধারণ করে তার অর্দ্ধাংশ মাসিক ভাড়া হিসাবে আদায় হবে এবং বাকী অর্দ্ধাংশ বাড়ী তৈরীর টাকা পরিশোধ হবে নতুন করে আর কোন বাড়ী করতে দেওয়া হবে না। এ ব্যবস্থা করা হলে কারোর ব্যবসার কোন ক্ষতিও হবেনা আবার পুরসভার আয়ও বাড়বে। রঘুনাথগঞ্জ তহবাজারটির ক্ষেত্রেও ঠিক ওই রকমের বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যায়। পুররাস্তায় যে তরিতরকারী বিক্রয় হয় তার তোলাও তুলে থাকেন তহবাজারের মালিক। ওই ব্যবস্থা বন্ধ। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরসভায় বা গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্যারা পুরুষদেরই হাতের পুতুল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত নির্বাচনে পঞ্চায়েত বা পুরসভার সদস্যদের মধ্যে ৩০ শতাংশ মহিলা হতে হবে—এই আইন পাশ হয়েছিল। এই আইন পাশ হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহিলারা নিজেদের অধিকারের লড়াই নিজেরাই করুক কিংবা পুরুষ শাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার করুক। অর্থাৎ মহিলারা রান্না ঘরের চার দেওয়ালের বেড়া টপকে বেরিয়ে আসুক—নিজেদের উন্নতির কথা নিজেরাই ভাবতে শিখুক। কিন্তু এর ফল হল উল্টো। নির্বাচনে ৩০ শতাংশ মহিলা নির্বাচিত হওয়ার পরেও দেখা গেল মহিলারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেল। তাদের চলার পথে কোন পরিবর্তন দেখা দিলো না। অধিকাংশ মহিলা সদস্যাই পুরুষ নেতার নির্দেশ ছাড়া মুখ খোলে না। গ্রাম্য সালিশি বা বিচার করার ব্যাপারে তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকা থাকার কথা ছিল—কিন্তু সেখানে তাদের কোনো ভূমিকা নেই—ভূমিকা নেই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও। তাই পক্ষান্তরে তারা পর্দার আড়ালে থেকেই যাচ্ছে। দরখাস্ত করা কিংবা কোনো স্থানীয় পরিকল্পনা রচনা করা তো দূরের কথা প্রকাশ্য জনসভা করার ক্ষেত্রেও আজ তারা পিছিয়ে আছে। অথচ বড্ড ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এই ৩০ শতাংশ মহিলা সদস্যাদের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এখনো গ্রামে অনেক মহিলা সদস্যা আছে যাদের কাছে সামান্য কাজের প্রয়োজনে সই নিতে গেলে মহিলা সদস্যাটি পুরুষ নেতার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অর্থাৎ পুরুষ নেতাটির চোখের ইঙ্গিত না পাওয়া পর্যন্ত সই করতে পারছে না। তাই বলা যায় নারী জাগরণের নামে চলছে পুরুষদেরই দাসত্ব। গ্রাম-পঞ্চায়েতে মহিলারা নিজেদের কোন মতামত প্রকাশ করতে পারে না। তারা শুধু পুরুষ নেতাদের হাতের পুতুল—যেমন ভাবে নাচায় তেমনি ভাবে নাচে। সুতরাং বলা যায় গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০ শতাংশ মহিলা সদস্যা সংরক্ষিত হলেও এই আইনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে চলেছে।

জয়েন্ট এনট্রান্সে কৃতিত্ব

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ জুলাই—এবার জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় সারা রাজ্যের মধ্যে ৩৪ তম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। শ্রীমান সুশোভন ডাক্তারি এবং এঞ্জিনিয়ারিং উভয় বিভাগেই ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েছে। এই মহকুমার আরও পাঁচজন ছাত্র জয়েন্ট এনট্রান্স পাস করেছে বলে খবর এসেছে।

পাঁচ বছরের জন্য বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি

ফরাক্কা ঃ এনটিপিসির জাতীয় দ্বিপাক্ষিক কমিটি বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফরাক্কা ইউনিটে কর্মীদের জন্য এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই করলেন। এই চুক্তি সম্পাদিত হলো এক পক্ষে এনটিপিসি ম্যানেজমেন্ট এবং অপর পক্ষে এফএসটিপিসি ওয়ার্কস্ ইউনিয়ন (সিটু), এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (আই এন টি ইউ সি) ষ্টাফ এণ্ড ওয়ার্কমেনস্ ইউনিয়ন (এ আই টি ইউ সি) এমপ্লয়ীজ কংগ্রেসের মধ্যে জঙ্গিপুর এ্যাঃ লেবার কমিশনারের উপস্থিতিতে এবং চুক্তি পরবর্তী পাঁচ বছর কার্যকরী থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কর্মীদের বেতন ন্যূনতম ১১০০ টাকার স্থলে ২১০০ টাকা হবে। কর্মীদের এর ফলে ২৬১ থেকে ৭০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি পাবে। এবং তাঁদের বাৎসরিক ইনক্রিমেণ্ট হবে ৪০ টাকা থেকে ১৪০ টাকা করে। ওয়াসি:, নাইট শিফট ভাতাও এর ফলে বৃদ্ধি পাবে।

হ্যাণ্ডলুম অফিসের ধীরে চলো নীতিতে শিল্পীদের অবস্থা চরমে

মির্জাপুর ঃ স্থানীয় লুমলেশ সমিতির কর্মচারীদের বেতন বন্ধ তিন মাস ধরে শুধুমাত্র হ্যাণ্ডলুম অফিসের ধীরে চল নীতির ফলে। শিল্পীরা কাজ করতে না পেরে দারুণভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। কেউ কেউ নিজের ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ করে কিছু কিছু কাজ করলেও তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। বেশী দিন এভাবে চললে শিল্পীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করবে। গ্রামের শিল্পীরা এই আন্দোলন সমর্থন করেন না। তাঁরা লুমলেশ অফিসে সভা করে সমিতি কর্মচারীদের এই হঠকারী শিল্পী ধ্বংসকারী আন্দোলন থেকে বিরত হবার দাবী জানিয়ে আসেন।

ছাত্রীর সম্মানহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজে অশান্তি

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজে গত ১৩ জুলাই জনৈকা এস এফ আই-এর একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীর উদ্দেশ্যে ছাত্র পরিষদের জনৈক বি-এ প্রথম বর্ষের ছাত্রের সম্মানহানিকর কিছু কথাকে কেন্দ্র করে এক অশান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়। তার জের ১৪ জুলাই পর্যন্ত চললে পরিস্থিতি সামলাতে অধ্যক্ষকে ঐদিন কলেজের সমস্ত ক্লাস বন্ধ করে দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত এস এফ আই-এর চাপে পড়ে অভিযুক্ত ছাত্রটি অধ্যক্ষের কাছে একটি লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার ও ভুল স্বীকার করলে অবস্থা আয়ত্তে আসে। ছাত্র পরিষদের অভিযোগ ঐ ছাত্রটিকে তাঁর বক্তব্য অধ্যক্ষ বলপূর্বক লিখিয়ে নেন।

বিডিওকে ঘেরাও করায় বিধায়কের নিন্দা করেছেন সবাই

সাগরদীঘি ঃ গত ৯ জুন স্থানীয় বিডিওকে তাঁর অফিস ঘরে ঘেরাও করে রাখা ও তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগে বিধায়ক পরেশ দাসের নিন্দা করেছেন অফিস কর্মীরা ও স্থানীয় জনগণ। এই ঘটনাকে সকলেই রাজ্য পরিচালনায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের একজন প্রতিনিধির ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বলে মনে করছেন এবং ওই বিধায়কের আচরণের দলীয় তদন্ত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছেন। সকলেই মনে করেন ক্ষমতাসীন দলের একজন জনপ্রতিনিধি যদি প্রশাসনিক কর্মীদের উপর এরকম চাপ সৃষ্টি করেন তবে তাঁরা কর্তব্য কর্মে সঠিক পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন।

নির্বাচনের পরেও অবস্থা যথাপূর্বং

জঙ্গিপুর ঃ এই পুরসভায় নির্বাচন শেষ হলো। আবার ফিরে এলেন বামফ্রন্ট তাদের দলনেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে পুরপতি আসনে বসিয়ে। কংগ্রেস পর্যুদস্ত। সেই আনন্দেই বামফ্রন্ট মশগুল। তাই অবহেলিত ওয়ার্ডগুলির অবস্থা যথাপূর্বং। বামের কোলের মানুষ ঝাড়ুদাররা রাস্তায় ঝাড়ু দেয় না, তাদের অনুরোধ করলেও কাজ হয় না। শাসন করার কেউ নেই। রাস্তার বিদ্যুৎ পোলে বাল্ব জ্বলে দু'থেকে তিন দিন। তারপর একদিন দপ করে নিভে গেল তো গেল, মাস তিনেক আর দেখা নেই। পথ অন্ধকার। পুরবাসীরাও যাতায়াতে বিপদগ্রস্ত। প্রতিটি রাজপথ কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত রোগীদেহের মত খানা খন্দে ভরা। সারাবার কোন উদ্যোগ নেই। অবহেলিত ৮নং ওয়ার্ড ধনপতনগরের মানুষের শহরে আসার পথ যে কোনদিন হবে এমন আশার বাণীও কেউ শোনাচ্ছেন না। রাধানগর, এনায়েতনগর, ধনপতনগর বর্ষায় শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। বিদ্যুৎ সংযোগ আজও পায়নি তারা। পাবে কিনা তাও অনিশ্চিত।

জায়গা বিক্রী

মিঞাপুর তরকারী বাজারের সন্নিকটে রাস্তা লাগোয়া সামনে ও পিছনে সমান পরিমাণ জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হবে। এছাড়া এসডিও এবং এসডিপিও অফিসের কাছে বালিঘাটা সদর রাস্তার উপর ৬ কাঠা জায়গা বিক্রী হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

চুনীবাবু, বালিঘাটা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (৭৪২২২৫)

ফাঁকা ঘর বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় ৩ শতক জায়গার উপর প্রধান রাস্তার ধারে যে কোন ব্যবসার উপযুক্ত ফাঁকা ঘর বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন—

শ্রীরমাপতি মণ্ডল, রঘুনাথগঞ্জ
সুভাষপল্লী (ষ্টেট ব্যাঙ্কের নিকট)

তৈরী করতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে দু'জনের মৃত্যু

ধুলিয়ান ঃ সমসেরগঞ্জ থানার চকশাপুরে গত ১৫ জুলাই দুপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে দু'জন মারা যায়। খবর ঐ গ্রামের নবী সেখ, মুস্তফা সেখ, সুলতান সেখ ও সাফুজুদ্দিন সেখ এক ঘরের মধ্যে বোমা বাঁধছিল, সেই সময় বোমা ফেটে গিয়ে নবী ও মোস্তফার দুটো হাতই শরীর থেকে আলাদা হয়ে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। বাকী দু'জনে সঙ্গে সঙ্গে মৃতদের লাশ সরিয়ে ফেলে ও নিজেরা গা ঢাকা দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে চাঁদনীদহ গ্রামের মাঠ থেকে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। বাকী দু'জন এখনও ধরা পড়েনি।

মহকুমায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্যেশ্বর বিসি হাই এর ফল ১ জন ষ্টারসহ ২ জন ১ম বিভাগ, ২০ জন, ২য় বিভাগ, ১৬ জন ৩য় বিভাগ, ফেল ও কম্পার্টমেন্টাল ২ জন করে। সর্বোচ্চ ৬৮২ মনিরুল ইসলাম, বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১ম বিভাগ ১ম বিভাগ ১৫, ২য় বিভাগ ৩০, ৩য় বিভাগে ১৯, কম্পার্টমেন্টাল ১১ ও ফেল ৬ জন। ষ্টার ২জন। মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলের মোট ৫৪ জন পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করেছে ৫৪ জনই। ১ম বিভাগে ৮, ২য় বিভাগে ৩৫, ৩য় ১১। কাঁকুড়িয়ার সাহেবনগর হাই স্কুল ফল একজন ষ্টারসহ ১ম বিভাগ ৭, ২য় বিভাগ ২১, ৩য় বিভাগ ২৩, কম্পার্টমেন্টাল ১০ ও ফেল ২ জন। সর্বোচ্চ নম্বর ৭০৮ শহীদুল আলম। জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ফল শোচনীয়। মোট ৭৭ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ১ম বিভাগে ২, ২য় বিভাগে ১১ ও ৩য় বিভাগে ৭ জন, কম্পার্টমেন্টাল ১৭ এবং ৩৭ জন অকৃতকার্য্য। বোথারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬৭ জনের মধ্যে ১ম বিভাগে ১ জন, ২য় বিভাগে ১৬ জন, ৩য় বিভাগে ২৫ জন, কম্পার্টমেন্টাল ১৮ ও অকৃতকার্য্য ৭ জন, ১ম বিভাগে পীযুষ পাল পেয়েছে ৫৮২ নম্বর।

নয়া পুরবোর্ডের কতোয়া (২য় পৃষ্ঠার পর)

করতে হবে। তার বদলে দু' একজন বেকার ছেলেকে ধার্য্য তোলা আদায়ের ভার দিতে হবে। তাহলে সাধারণ মানুষের কিছুটা অসুবিধা হলেও তা থেকে একটা মোটা টাকা আয় হবে পুরসভার এবং দু' একজন বেকার ছেলের অন্ন সংস্থান হবে। কিন্তু এখন যা চলছে তাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত মুনাফা লুটছেন তহবাজারের মালিক। জনগণের প্রতিনিধি পুর কাউন্সিলাররা প্রতিবেদকের এই প্রস্তাব ভালভাবে বিচার করলে দেখতে পাবেন এটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। এবং এর দ্বারা পুরসভার যে আয় বৃদ্ধি পাবে তার দ্বারা শহরের বহু প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হবে। অবশ্য যদি খাস জমি দখল করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন ক্লাব থেকে যায় তবে তাদের কাছ থেকেও ভাড়া বাবদ টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করতে দ্বিধা করলে হবে না।

প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়

অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা জল, মাটি ও পথ্যের সাহায্যে, বিনা অপারেশনে, জটিল রোগ- আমাশয়, হাঁপানি, বাত, রক্তচাপ, বহুমূত্র, একজিমা ও স্ত্রীরোগ প্রভৃতি নির্মূল করার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

Dr. Ujjal Kumar, D.N.T. (Cal.) Naturopath

Naturopathy Hospital

At-Brahmangram, P.O. Nayansukh
Farakka, Murshidabad (W. B.)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্রাম সংসদের মিটিং ডাকেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

করে দেবেন। জনগণের 'কার্য্যকরী' বক্তব্য খাতায় তুলতে হবে। আগামী বছরের পরিকল্পনাও করবেন জনগণ। কোনও প্রধান যদি এ রকম বৈঠক না ডাকেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। এর জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ মহকুমা শাসক ও বিডিওকে গণ দরখাস্ত দিতে পারেন। পঞ্চায়েত আইনে এ রকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো বুথে গ্রাম-সংসদের মিটিং হয়নি মে মাস তো বিজ্ঞাপনে প্রচারিত এমনকি জুন মাসেও। এ ব্যাপারে সরকারী নির্দেশকে অমান্য করছেন প্রধানরা। এর ফলে, নিজ নিজ এলাকার গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে বঞ্চিত হলেন জনগণ। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণেও জনগণকে ধোঁকা দেওয়া হল। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তো দূরের কথা! সচেতন গ্রামবাসীরা জানান, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে নানান দুর্নীতির ব্যাপার আছে। জনসাধারণকে ডেকে সভা করলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। ফলে, প্রধানদের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি হতে পারে। তাই কেউই সরকারী নির্দেশ মানেননি। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে প্রধানদের বিরুদ্ধে জনগণ প্রশাসনকে মাস পিটিশন দিচ্ছেন।

অভিযোগ পেয়েও কর্তারা চুপচাপ (১ম পৃষ্ঠার পর)

আদিবাসীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে রেশন দিচ্ছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হলেও উর্দ্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন কেউই ব্যবস্থা নেন না। এর ফলে তাঁর অত্যাচার মাত্রাছাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি বিডিও তদন্তে এলে গ্রামবাসীরা ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চায় হন। কিন্তু তারপরই যথাপূর্বং। ফলে অত্যাচার বর্তমানে আরও বেড়েছে। তিনি গত ২০ থেকে ২৬ মার্চ ও ১৭—২৩ এপ্রিল দু' সপ্তাহের ৪০ কেজি ও ২ কুঃ ৬৫ কেজি চাল বিলি করেননি। এই নিয়ে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপরে জানালে আবার তদন্ত হয় এবং ঘটনা সত্য বলে প্রমাণিতও হয়। কিন্তু এততেও ডিলার জয়ন্ত ব্যানার্জীর কিছুই হলো না দেখে স্থানীয় জনগণ ভাবছেন কে বড় সরকার না ওই এম-আর ডিলার! এর রহস্যটাই বা কি!

বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন (১ম পৃষ্ঠার পর)

৩১ মে লেবার কমিশনার অফিসে বিড়ি মালিক, শ্রমিকদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এর কোন সমাধান হয়নি। পরে ২৩ জুন উমরপুরে কিষাণ বিড়ি অফিসে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিকরা দাবী করেন ৩০ টাকা হাজার মজুরী। কিন্তু মালিক পক্ষ মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি দিতে রাজী হওয়ায় বৈঠক ভেঙ্গে যায়। নন্দলাল সরকার জানান, ছ'দফা দাবী না মানলে তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। এর মধ্যেই তাঁরা বিভিন্ন স্থানে সভা ও অবস্থানের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করে চলেছেন। উল্লেখ্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন সিটু, ইউটিইউসি, আই এনটিইউসি, ইউটিইউসি (লেনিন সরণী), টিইউসিসি ও আইটিইউসি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে উত্তেজনা (১ম পৃষ্ঠার পর)

রামনগরের লোক খবর পেয়ে সাগরদীঘি থানায় যাবার পথে বাধাল-পাড়ার কতিপয় ব্যক্তি তাঁদের পথ অবরোধ করে। শেষ পর্যন্ত বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে বহরমপুরে এসপি ও জঙ্গিপুরে এসডিপিওকে সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁদের নির্দেশে সাগরদীঘি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুজন যুবককে ধরে। এবং তাদের কাছ থেকে ধর্ষণকারীর নাম জানতে চায়। ছেলে দুটি বলে তারা নাম জানলেও বলতে পারবে না, কেননা তাদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। পুলিশী তদন্ত চলছে। গ্রামে টানটান উত্তেজনা।